সংবাদ

তারিখ 23 MAR 2013
পৃষ্ঠা 9

শিক্ষায় ডিজিটালকরণ : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ

সুলতান মাহমুদ রানা ও ইকবাল মাহমুদ

শিক্ষা নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি হলো 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি সভ্য, শিক্ষিত জাতি উপহার দিব'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এ উক্তি আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যথার্থ স্বাক্ষরবহন করছে। বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে যা ছাড়া শিক্ষা অসম্ভব এবং অকল্পনীয়ও বটে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা এবং জাতিকে সমুন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি উদ্যোগে দেশ এখন অনেকটাই ডিজিটালে এগিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের কার্যক্রম থেকে জনগণ আজ অনেকটাই সুফল পাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য, আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে এখনও অনেক পিছিয়ে। ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পরিচালিত এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম' ও 'শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি' নামে দুটি মডেল উদ্ভাবন করেছে। এ মডেলে ৫শ'টি মাধ্যমিক ও ৫০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল কন্টেন্ট নিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চলছে যা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অনেক আশার সঞ্চার করলেও বাস্তবিক অর্থে তা খুবই সামান্য। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তথ্যসূত্র অনুযায়ী ৩০০ পাঠ্যপুস্তক ও ১০০টি সহায়ক বই নিয়ে ই-বুক প্ল্যাটফর্ম (www.ebook.gov.bd) তৈরি করা হলেও তা অধিকাংশ সময়েই এক্সেস করা সম্ভব হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এটুআই প্রোগ্রাম তথ্যসূত্রে সরকারিভাবে পরিচালিত শিক্ষক কন্টেন্ট (www.ictinedubd.ning.com) এ প্রায় ৮০০০ কন্টেন্ট আপলোডে আছে কিন্তু তাও সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। সঙ্গত কারণেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহৎ একটি অংশ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তবে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবাসমূহ সংশ্লিষ্টদের আস্থা এনে দিয়েছে যথেষ্ট।

বেসরকারি বা ব্যক্তি উদ্যোগে বাংলাদেশে শিক্ষায় ডিজিটালের ছোঁয়াও যথেষ্ট রয়েছে। দেশি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছে। এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ও গবেষণায় নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতেও অনেক প্রতিষ্ঠানকে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এ ধরনের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিডিউ ই-জার্নাল প্রকাশ ছাড়াও বহু গবেষণা কর্ম ই-আরকাইভিংয়ের কাজ করেছে। যা থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষক শ্রেণী সুফল পাচ্ছে। আমাদের জানা মতে, একটি ই-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান DiGibook Publications বিভিন্ন বিষয়ে ২০টিরও বেশি গবেষণাসমৃদ্ধ ই-বুক প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার পর্যাপ্তকরণে 'Digital Gaming Key Content' মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছে যা সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও উত্তর সংবলিত। ইতিমধ্যেই কিছু বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদানের ক্ষেত্রেও এ ধরনের মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ব্যবহার হচ্ছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি আরও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটালকরণে ই-বুক, সৃজনশীল ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে এগিয়ে আসা জরুরি। সরকারকেও ডিজিটাল শিক্ষা ও প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে বেসরকারি উদ্যোগকে কার্যকর রূপদানে সহযোগিতার হাত বাড়ানো দরকার।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটালকরণে সরকারি- বেসরকারি উভয় উদ্যোগই গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথমেই শিক্ষায় ডিজিটালকরণে কিছু প্রতিবন্ধকতা সরকারিভাবেই সমাধান করতে হবে। সংক্ষেপে প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ করতে চাই, যেমন : বিদ্যালয়ের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, ই-বুক সার্ভারের জন্য ব্যান্ডউইথ বাড়ানো এবং অন্যান্য প্রচলিত উপকরণও সঙ্গে রাখতে হবে। যেমন- সাদাবোর্ড, মার্কার, ডাস্টার ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং বৈদ্যুতিক সাপোর্ট। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে হবে। আবার ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির বিষয়টাও ইউনিফর্ম হতে হবে। কন্টেন্টটি সৃজনশীল সম্ভাব্য সব ধরনের প্রশ্নোত্তর সংবলিত হতে হবে।

আমাদের সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সহায় পাঠ্যবই বা গাইড বই অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থ দখল করে আছে। শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনী প্রশ্নের সমাধান না পাওয়াতে এ ধরনের সহায় পাঠ্য বা গাইড বইয়ের ব্যবহার দিন দিন বৃ পাচ্ছে। অনেকাংশে গাইড বই ওই মূল ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসরু ব্যবহৃত মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট সমৃদ্ধ না হলে : শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় ও খারা ফলাফলের ঝুঁকি বহন করবে। ডিজিটালাইজ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বেসরকারি প্রকাশ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রিন্ট ভার্সনের সহায় পাঠ্যবই বা গাইডবই এর বিকল্প হিসে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতে এগিয়ে আস হবে। সেটা বিনামূল্যে অথবা বাণিজ্যিকও হ পারে। বাংলাদেশে কর্মজীবী শিশু ও প্রা বয়স্কদের একটি বড় অংশ যাদের শিক্ষার জ ই-স্কুলিং ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়েছে। পাঠ্য ও সহায়ক বই ই-বুক করার পাশাপা সৃজনশীল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণাধ বইসমূহ ই-বুক করে আমাদের মাতৃভাষা বিশ্বজুড়ে পরিচিত করে তোলাই সবার কাম হওয়া উচিত।

[লেখক : সুলতান মাহমুদ রানা, শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও
ইকবাল মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক, উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান- সেন্টার ফর হিউম্যা রিসোর্সেস ইনফরমেইশন অ্যা ডেভেলপমেন্ট
sultanmahmud.rana@gmail.com